ঝিনাইদহে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নায়েব আলী উপজেলার মালিয়াট গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে নায়েব আলী বাড়ির পাশে বসে ছিল।

এসময় প্রতিপক্ষের ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আল-আমিন এসে তার উপর হামলা করে। তারা বাশের লাঠি দিয়ে উপর্যপুরি পিটিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যান। এসময় প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পথে তিনি মারা যান।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, নিহত নায়েব আলীর বোনের জমি কেনে প্রতিবেশি ইউনুছ আলী। ওই জমি দখলকে কেন্দ্র করে দির্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার খালিদ হাসান জানান, নায়েব আলীকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গিয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে লাঠির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্ষ ক্ষরণের কারনে মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে, এখন ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। আসাামিদের আটকের চেষ্টা চলছে বলে ওসি জানান।

শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা: হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী

বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় মামলা, দুই আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

নিহত শিক্ষার্থীর বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে আজ মঙ্গলবার মামলাটি করেন। পুলিশ হুকুমের আসামিসহ এজাহারনামীয় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে মামলার প্রধান আসামি হযরত আলীসহ তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল সোমবার বিকেলে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে মা–বাবার সামনেই স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। রিয়াদ ছয়ঘরিয়া গ্রামের ব্যাকপাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। সে পার্শ্ববর্তী মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। তার মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে আজ দুপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। বাদ আসর দাফনের জন্য সেখানে প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ মো. তিতুমীর জানান, স্কুলছাত্র রিয়াদ খুনের ঘটনায় তার বাবা জিয়ারুল ইসলাম আজ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় প্রতিবেশী হযরত আলী, তাঁর ভাগনে বিদ্যুৎ, মা ফাহিমা খাতুন, বোন বিউটি খাতুন ও স্ত্রী সুবর্ণা খাতুনকে আসামি করা হয়েছে। হুকুমের আসামি ফাহিমা খাতুন ও সুবর্ণা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, স্বামী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে পারিবারিক কলহের কারণে আসামি বিউটি খাতুন তিন মাস ধরে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। বিউটির স্বামী আনোয়ারের সঙ্গে জিয়ারুলের বন্ধুত্ব থাকায় আসামিরা প্রায়ই তাঁকে (জিয়ারুল) গালামন্দ করতেন। ১২ মে বেলা তিনটার দিকে জিয়ারুল বাড়ি থেকে মাঠের দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আসামি ফাহিমা খাতুন। গালি দিতে নিষেধ করলে জিয়ারুলের গেঞ্জির কলার ধরে কিল–ঘুষি মারতে থাকেন ফাহিমা। সেখান থেকে জিয়ারুল কৌশলে বাড়ি ফিরে আসেন। বেলা সোয়া

তিনটার দিকে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে লাঠি, লোহার রড, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জিয়ারুলের বাড়ির সামনে আসেন। বাড়ির সামনে তাঁরা রিয়াদকে দেখতে পান। এ সময় ফাহিমা খাতুনের হুকুমে হযরত আলী রামদা দিয়ে রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা করেন।

গাংনীর হৃদয় হত্যা মামলায় কমল চেয়ারম্যান কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের চাঞ্চল্যকর রিদয় হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ১০ নম্বর আসামী ওবায়দুর রহমান কমলকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার (৫ মে) দুপুরে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন কররলে বিজ্ঞ বিচারক মোঃ জাহিদুর রহমান তাকে জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতের প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ওবায়দুর রহমান কমল বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি রামনগর গ্রামের বাগু বিশ্বাস এর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন চরগোয়ালগ্রামে ঈদগাহের গেট ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ দুপুর ১২ টার দিকে এজাহারনামীয় আসামীগণ রিদয়কে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং হামলায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

হত্যা ও হামলার ঘটনায় নিহতের পিতা শাহাদত হোসেন বাদী হয়ে রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাতকে প্রধান আসামি করে এজাহার নামীয় ১২জন অজ্ঞাত আরো ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে গাংনী থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ২৫, তারিখঃ ২৭/০২/২০২৫ ইং ধারা-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩০২/৪২৭/৫০৬/৩৪ দঃ বিঃ

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ওই মামলার ১০ আসামী ওবায়দুর রহমান কমল আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তাকে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। বিজ্ঞ আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে আসামীর জামিন আবেদন নাকোচ করে তাকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ছিলেন এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন।

উল্লেখ্য, ঘটনার দিন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ বিকেলে মামলার এজহার নামীয় প্রধান আসামী রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাত ও মামলার ছয় নম্বর এজাহার নামীয় আসামী সাইদুর রহমান মিলন মেম্বারকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পারভেজ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দর্শনায় ছাত্রদলের মানববন্ধন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের ১২৩ ব্যাচের টেক্সটাইল বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম পারভেজকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজ শহীদ মিনার চত্তরে মোফাজ্জল হোসেন মোফা’র সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ন আহ্বায়ক সাফায়েত জামিল পাপ্পু, আসিফ হাসান, রাজু আহমেদ, রাকিবুল হাসান রিফাত, আমিন হাসান, মুশফিকুর রহমান, সাইফ,

আব্দুল হাই, নাফিস ইকবাল, নিশান, এছাড়া জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মোরশেদুর রহমান লিংকন, যুগ্ন সম্পাদক আলতাফ হোসেন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মুকিত ও হাসিবুল হাসান শান্ত এবং দর্শনা থানা ছাত্রদলের যুগ্ন আহ্বায়ক সামাউল হাসান, সাহেদ ইসলাম সুজন ও দর্শনা ডি এস মাদ্রাসা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাব আহম্মেদ প্রমুখ।

এ সময় বক্তরা ছাত্রলীগ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের হত্যার দায়ী করেন। এবং পারভেজ হত্যা কারি ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি করেন। বক্তরা আরও বলেন পারভেজ কলেজ চত্তরের পাশে বসে ছিল, পাশ থেকে দুইটা মেয়েকে দেখে হাসে। পরে সে মেয়েটি তার বয় ফ্রেন্ডকে খবর দিলে তারা ৭-৮ জন এসে বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে নৃশংস ভাবে খুন করে। এমন জঘন্যতম খুনের ঘটনায় তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করেন এ মানববন্ধনে।

বাকীর টাকা চাওয়ায় দোকানীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহে দোকান বাকীর পাওনা টাকা চাওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী (৫৮) একই গ্রামের মৃত কেনু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মুদি দোকানী মোহাম্মদ আলী ৮৪০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান। ওই সময় আসাদুল, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী মিলে মোহাম্মদ আলীকে বেধড়ক মারধর করেন।

এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা

তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেণ।

নিহতের ছেলে মশিয়ার রহমান বলেন, দোকান বাকির টাকা চাইতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা যেন মামলা না করি, তার জন্য তারা নানান রকম চাপ দিচ্ছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবো।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনা জানার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে সুরমান আলি (৩৫) নামে এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সকালে থানাপাড়ার জিকে বালিরঘাট এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় সুরমানের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সুরমান জিকে বালিরঘাট এলাকার আব্দুল কালামের ছেলে। তিনি পেশায় রিকশাচালক ছিলেন।

পরিবারের দাবি, চুরির মিথ্যা অভিযোগে একই এলাকার হালিম বিক্রেতা হাকিমসহ বেশ কয়েকজন সুরামানকে নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন।

নিহত সুরমান আলির ছোট ভাই সেলিম বলেন, ‘আমাদের বাড়ির সামনে হালিম বিক্রেতা হাকিমের বাড়ি। তিনি বুধবার সকালে তার বাড়ি থেকে গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ এনে আমার ছোট ভাই আশরাফুলকে প্রথমে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে আমার বড় ভাই রিকশাচালক সুরমানকে ধরে নিয়ে যান। পরে আমাদের বাড়ি থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন হাকিমসহ তার সঙ্গীরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘এরপর থেকে আমরা আমার ভাইকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আজ সকালে জিকে বালিরঘাট এলাকায় আমেনা খাতুনের বাড়ির বাথরুমের চালের এঙ্গেলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেই। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

সেলিম বলেন, ‘বুধবার হাকিম আমার ভাই সুরমানকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে ইলেক্ট্রিক শকসহ লাঠি এবং ধারালো অস্ত্রদিয়ে আঘাত ও নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই। বুধবার থেকে পরিবার নিয়ে আমি খোলা আকাশের নিচে রয়েছি বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খাইরুজ্জামান বলেন, ‘নিহত সুরমানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

দর্শনায় নির্মমভাবে মেছো বিড়াল হত্যা, একজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে নির্মমভাবে মেছো বিড়াল হত্যার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে বাকি দুইজন এখনো পলাতক রয়েছে।

তিন যুবক মিলে ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটি হত্যা করে, যা মোবাইলে ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হলে এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৫টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে মানিকদোয়া রাস্তার পাশে মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) (পিতা: শহিদুল ইসলাম), মিন্টু (পিতা: হারুন কাল্টা) এবং মোঃ সাইফুল ইসলাম (পিতা: ইমান আলী)

মিলে একটি মেছো বিড়ালকে নির্মমভাবে হত্যা করে।
তারা ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটিকে হত্যা করে এবং সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করে।

পরবর্তীতে ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই নির্মম ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তারা আশা করছেন, দোষীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ যেন আর না ঘটে, সে জন্য প্রশাসন আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ০৪নং কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ০৪নং ওয়ার্ডের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ ফরহাদ হোসেন ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা বন কর্মকর্তাকে অবহিত করেন।

এরপর শনিবার (২২ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), উপজেলা বন কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলের পাশে মেছো বিড়ালটি দাফন করা হয়।

একই সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) কে গ্রেপ্তার করে। তবে বাকি দুই আসামি মিন্টু ও সাইফুল ইসলাম এখনো পলাতক রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিথি মিত্র বলেন, “বন্যপ্রাণী হত্যা একটি গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

উপজেলা বন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, “বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এখনো পলাতক রয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুযায়ী, কোনো বন্যপ্রাণী হত্যা বা ক্ষতি করলে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পুলিশ ইতোমধ্যে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং পলাতক দুই আসামিকে

গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এদিকে, পরিবেশবাদী ও প্রাণীপ্রেমীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের

চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার-১

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, স্থানীয় পুলিশ সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান মিলন (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইদুর রহমান মিলন গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রহমান ওরফে ফুলচাঁদ মাস্টারের ছোট ছেলে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে চরগোয়াল গ্রামের গোরস্থানের প্রবেশ গেট ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জেরে রামনগর বাজারে চরগোয়াল গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। স্থানীয় মোটরসাইকেল মেকার জান্নাতের সঙ্গে হৃদয়কে হত্যার কাজে সাইদুর রহমান মিলনও তার লোকজনকে সহযোগিতা করে।

আহত হৃদয় হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদয়ের মৃত্যু ঘটানোর পর বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতের মোটরসাইকেল মেকারের ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল বলেন, “জান্নাতের সহযোগী সাইদুর রহমান মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্যঃ জান্নাতের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা রয়েছে যা আদালতে বিচারাধীন। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর, দেশীয় তৈরি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ সাইদুর রহমান মিলনকে পুলিশ আটক করেছিল এবং অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১

সালের ৩ মার্চ আবার ইয়াবাসহ সাইদুর রহমান মিলনকে আটক করা হয়।

এছাড়াও, সাইদুর রহমান মিলন ২০১৭ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন এবং ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।